Arabinda Paul

Sub-Philosophy, Class-B.A.(Hons), SEM-IV

Topic-Logic (কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বিষয়ক আলোচনা)

Paper- C9T: western Logic-II

যুক্তিবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল যুক্তি। তাহলে যুক্তি কাকে বলে বা যুক্তি কী? যুক্তি হল বাক্যসমষ্টি। তবে যে কোন বাক্যসমষ্টি যুক্তি নয়। যে বাক্যসমষ্টির দ্বারা দাবী করা হয় যে — এই বাক্যসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত একটি বাক্য সত্য, কারণ অন্য বাক্যটি বা বাক্যগুলি সত্য, এরূপ বাক্যসমষ্টিকে যুক্তি বলে।

উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন—

বা: ১। যদি ঐ পর্বত ধূমবান হয় তাহলে ঐ পর্বত বহ্নিমান,

বা: ২। ঐ পর্বত ধূমবান;

অতএব ঐ পর্বত বহ্নিমান।

এটি যুক্তি। এই বাক্যসমষ্টিতে দাবী করা হয়েছে যে— 'ঐ পর্বত বহ্নিমান' — এই বাক্য সত্য, কেননা অন্য বাক্য দুটি সত্য। উপরের ১নং এবং ২নং বাক্য দুটি সত্য — এই দাবীর জোরে আরও দাবী করা হয়েছে, 'ঐ পর্বত বহ্নিমান' — এই বাক্যটিও সত্য।

প্রত্যেক যুক্তিতে কোন না কোন বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। যে বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় তাকে সিদ্ধান্তবাক্য বা সিদ্ধান্ত বলে। আর সিদ্ধান্ত যে বাক্যের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় সেই বাক্যটিকে অথবা বাক্যগুলির প্রত্যেকটিকে হেতুবাক্য বলে। উপরের যুক্তির ১-নং ও ২-নং বাক্যদুটির প্রতিটি হেতুবাক্য, আর 'ঐ পর্বত বহ্নিমান' হল সিদ্ধান্ত।

কোন যুক্তিতে কোনটি সিদ্ধান্ত, কোনটি বা কোনগুলি হেতুবাক্য তা সহজেই বোঝা যায়। সাধারণত সিদ্ধা- -ন্তের আগে – 'সুতরাং', 'অতএব' 'কাজেই', 'কাজে কাজেই' 'সেজন্য', 'সেহেতু' ইত্যাদি শব্দ থাকে। আবার হেতু বাক্যের পূর্বে সাধারণত 'কেননা', 'যেহেতু' প্রভৃতি শব্দ থাকে। উপরের যুক্তিটির 'অতএব' শব্দটি দেখে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যায় খুব সহজেই।

আর একটি উদাহরণ —

যদি ঐ পর্বত বহ্নিমান না হয় তাহলে ঐ পর্বত ধূমবান নয়, কেননা যদি ঐ পর্বত ধূমবান হয় তাহলে ঐ পর্বত বহ্নিমান। এখানে প্রথম বাক্যটিই সিদ্ধান্ত, আর 'যদি ঐ পর্বত ধূমবান হয় তাহলে ঐ পর্বত বহ্নিমান' এই বাক্য হল হেতুবাক্য। আবার কোন কোন যুক্তিতে দুটির বেশিও হেতুবাক্য থাকতে পারে। যেমন—

যদি বৃষ্টি হয় তাহলে মাটি ভিজে হয়
যদি মাটি ভিজে হয় তাহলে ফসল ভাল হয়
যদি ফসল ভাল হয় তাহলে ফসলের দাম কম
সুতরাং যদি বৃষ্টি হয় তাহলে ফসলের দাম কম।

এই যুক্তিতে তিনটি হেতুবাক্য রয়েছে।

সুতরাং যুক্তিতে কখনো কখনো একটি হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় আবার কখনো কখনো একাধিক হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়।

যুক্তির অবয়ব : বচন

যা দিয়ে যুক্তি গঠিত হয় তাকে বলে যুক্তির অবয়ব। যুক্তি গঠিত হয় বাক্য দিয়ে। সুতরাং যুক্তির অবয়ব হল বাক্য। কিন্তু যে কোন বাক্য যুক্তি-অবয়ব হতে পারে না। যেসব বাক্য সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, কেবল সে সব বাক্যই যুক্তির অবয়ব হতে পারে। যেহেতু প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাবোধক, ইচ্ছাবোধক, আবেগসূচক বাক্যের সত্য বা মিথ্যা হওয়ার যোগ্যতা নেই, তাই এই জাতীয় বাক্য যুক্তির অবয়ব হতে পারে না। যে বাক্য যুক্তির অবয়ব হিসাবে ব্যবহৃত যোগ্য তাকেই উক্তি, বিবৃতি বা বচন (statement/ Proposition) বলে। অর্থাৎ যে বাক্য সত্য বা মিথ্যা হতে পারে তাকে বচন বলে। যুক্তি প্রসঙ্গে বাক্যের কথা ওঠে না, ওঠে কেবল বচনের কথা। বচন বলে সত্য হতে পারে না এমন বাক্যের কথাই ওঠে না। তাছাড়া আমরা বলতে বাক্য বা বাক্যকে বচন বলে উল্লেখ করতে পারি।

যৌগিক ও অযৌগিক বাক্য (বচন)

যে বাক্যের কোন অংশ (এক বা একাধিক অংশ) পৃথক-ভাবে পূর্ণাঙ্গ বাক্য বলে গণ্য তাকে যৌগিক (com-pound) বাক্য বলে। যথা— রাম বুদ্ধিমান এবং শ্যাম বোকা। — এটি যৌগিক বাক্য, কেননা এ বাক্যের দুটি অংশ 'রাম বুদ্ধিমান' এবং 'শ্যাম বোকা' স্বতন্ত্র ভাবে বাক্য বলে গণ্য।

আর যে বাক্যের কোন অংশ স্বতন্ত্রভাবে বাক্য বলে গণ্য হতে পারে না তাকে অযৌগিক (simple) বাক্য বলে। যথা— সক্রেটিস হন একজন দার্শনিক। এই বাক্যটির কোন অংশ পূর্ণাঙ্গ বাক্য বলে গণ্য নয়, এটি অযৌগিক বাক্য।